THE IMPRESSION, A Journal on Multi-Disciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
Annual Issue 2022 (ISSN: 2278-2699) pp. 48-53, *www.sreechaitanyamahavidyalaya.ac.in*

# খুন : পিতৃত্ব বনাম মাতৃত্বের সংঘাত

**ড. সারদা মাহাতো ***

***সারাংশঃ*** *আশাপূর্ণা দেবী স্বীকার করেছিলেন কোনদিন রাজনীতি নিয়ে কিছু লেখেননি।তবে সমকালের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা নিয়ে 'খুন' ছোটগল্পটি লিখেছিলেন। সন্তানহারা এক পিতার হৃদয় বিদারক কাহিনি। পরিচিত মাতৃরূপের ভিন্ন পরিচয় এই গল্পে দেখতে পাওয়া যাবে। ছয়- সাতের দশকে কলকাতা শহরে নিত্য ঘটতে থাকা অন্যায় –অত্যাচারকে যেভাবে আশাপূর্ণা দেবী বর্ণনা করেছেন তা বিস্ময়কর। পরীক্ষা-নীরিক্ষা নির্ভর সাহিত্যের যুগে তিনি সরল সাধারণ বিষয়কেন্দ্রিক রচনা দ্বারা আমাদের মন জয় করেছিলেন। খুন গল্পে পিতৃত্ব বনাম মাতৃত্বের সংঘাত দেখতে পাওয়া যাবে। একজন নারীর নিষ্ঠুরতার কাহিনি । মেয়েরা মায়ের জাত, কোমল স্বভাব হয়ে থাকে। সমাজের এই ধারনা কতটা অমূলক তা এই গল্পের মধ্যে তুলে ধরলেন আশাপূর্ণা দেবী।*

***সূচক শব্দঃ*** *খুন; মাতৃত্ব; সংঘাত; উদ্বাস্তু; ঘ্যানঘ্যানানি; চৌকিদার; জেবস্ত; চালাঘর; ডুকরে*

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

**মূলপ্রবন্ধঃ**

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯- ১৯৯৫) বাংলা কথাসাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তিনি যখন লেখার জগতে প্রবেশ করেছিলেন তখন সমাজে মেয়েদের অবস্থান অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো না। সেই সময়েই তিনি সমাজের নিয়ম অমান্য করে লেখাপড়া শুরু করেছিলেন। এবং নিজের অদম্য শক্তির জোরে স্বশিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর লেখালেখি শুরু হয় কবিতা দিয়ে। ১৩২৯বঙ্গাব্দে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন একটি কবিতা প্রতিযোগিতায়। তাঁর প্রথম ছোটদের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা'। বড়দের জন্য লেখা উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' প্রকাশিত হয় ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। এরপর দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তিনি রচনা করেছেন একশো ঊননব্বই টি উপন্যাস ও দেড় হাজারেরও বেশি ছোটগল্প।ছোটদের জন্য লিখেছেন সাতাশটি গ্রন্থ।

আশাপূর্ণা দেবী যখন সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন, তখন ভারতীয় রাজনীতিতে এক উত্তাল সময় চলছিল। স্বাভাবিকভাবেই সেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সাধারণ পরিবারের মধ্যেও প্রবেশ করে। কলকাতায় জাপানিদের বোমাবর্ষণ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ, উদ্বাস্তুসমস্যা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব, বেকারত্ব প্রভৃতি বিষয় সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। আশাপূর্ণা দেবী পরিবর্তিত সমাজের চিত্রকে নানাভাবে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরলেন। তাঁর ছোট গল্পগুলি দেশকাল, সমাজ, পরিবেশপ্রধান, কখনো বা নারীমনস্তত্ত্বপ্রধান। রাজনীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

> ' আমি রাজনীতি নিয়ে লিখিনি,সমাজ সেবিকাদের নিয়েও তেমন নয়। লিখেছি ঘরোয়া মেয়েদের নিয়ে।'১

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে রাজনীতি, সচেতন ভাবে প্রকাশিত হয়নি। কারণ সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। তবে একেবারে রাজনীতির বিষয় তাঁর লেখায় আসেনি তা নয়। তাঁর 'খুন 'গল্পটি পড়লে বোঝা যায়, সরাসরি রাজনীতির কথা না বলেও, একটা সময়কে গল্পে তুলে ধরা যায়। গল্পটিতে সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিরীহ কিশোর-তরুণদের

রাতের অন্ধকারে সন্দেহের বশে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সেই অভিশপ্ত কালো দিনগুলির কথা 'খুন ' গল্পে সহমর্মিতার সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী তুলে ধরেছেন।

'খুন' গল্পটি শুরু হয় গণেশ চৌকিদারের আইন ভাঙার প্রসঙ্গ দিয়ে। পুলিশের কাজ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু গল্পের শুরু হয় 'পাঁচ আইন' ভঙ্গ করার প্রসঙ্গ দিয়ে।

> হতভাগার নাকি একমাত্র ছেলেকে কোন একরাত্রে পুলিশ ধরে এনেছিল, নিগূঢ় কোনও সন্দেহ। তারপর মানে জিজ্ঞাসাবাদের পর, নাকি ছেড়েও দিয়েছিল, কিন্তু উনিশ কুড়ি বছরের সেই ছেলেটা সেই রাত থেকেই নিখোঁজ।২

সন্দেহের বশে উনিশ-কুড়ি বয়েসের ছেলেদের পুলিশ যে কোনো সময় তুলে আনতে পারে। নিরাপরাধ ছেলেদের নির্মম প্রহার করে কথা আদায় করা পুলিশের কাজ। তাই সেই রাতে ছেলেটিকে তুলে এনে পেটের কথা আদায় করতে, তারা কী করেছিল তা জানতে কারো বাকি থাকে না। ছেলেটির বাবা প্রতিদিন তার হারিয়ে যাওয়া ছেলের খোঁজে থানায় আসে এবং দারোগাবাবু কে বলে-

> পুলিশ যখন মাঝ রাত্তিরে ঘর থেকে তুলে এনে আটক করেছিল, তখন নিখোঁজ ছেলে খুঁজে বার করে এনে দেওয়া পুলিশেরই কোর্তব্য।৩

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ যখন, আইনকে নিজের মত ব্যবহার করতে থাকে, তখন আইন-শৃঙ্খলার যে পরিণতি হয়, তা সত্তরের দশকের ইতিহাসের দিকে তাকালেই বুঝে নিতে পারি। এই একটি ঘটনাকে উল্লেখ করে সত্তরের রাজনীতি, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন আশাপূর্ণা দেবী। সাধারণ ঘরের তরুণদের, শুধুমাত্র ওই বয়সের অপরাধে কি যন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, তার বিবরণ অসাধারণ দক্ষতায় একটি ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন লেখিকা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ যদি তার কাজ যথাযথভাবে করতো, তাহলে আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলার এমন অবনতি দেখতে হতো না। তাই গণেশ চৌকিদারের মুখ দিয়ে তিনি বলান-

> যেন 'কোর্তব্য' করতেই পুলিশের জন্ম। যেন মানব সেবা করতেই তাদের আবির্ভাব। মাটির
>
> মানুষ ছোট দারোগা কি কম বুঝ দেয় লোকটাকে? গণেশের তো দেখে শুনে অবাক লাগে। অন্য কেউ হলে কবেই জন্মের শোধ হতভাগার ঘ্যানঘ্যানানি ঘুচিয়ে দিতো।৪

ছোট দারোগাবাবুর এই ধরনের আচরণে অবাক হয়ে যায় গণেশ। রঘু দারোগাবাবুর এই পরিবর্তনের কারণ বলেছিল-

> দারোগার ও দারোগা থাকে রে গনেশ।৫

পুলিশের কাজ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। কিন্তু এই গল্পে পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করা হয়েছে। তোলা আদায়, রাজনৈতিক নেতাদের কথা মত কাজ এবং

> - হাতের সুখই যদি না করতে পেল, তবে আর পুলিশে কাজ করতে আসা কেন?৬

পুলিশের মনোভাব কেমন হয়ে থাকে সাধারণ মানুষের প্রতি, তার একটা উদাহরণ গণেশের এই কথার মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়। পুলিশকে রাজনৈতিক দলের কথা মতো কাজ করতে হয়। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ পায় না। এই গল্পের মধ্যে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার ছবি ধরা পড়ে। এই গল্পে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশের আসল চেহারা প্রকাশ করেছেন গল্পকার –

> গণেশের চোখের সামনে থেকে একটা ঝাপসা পর্দা সরে যায়। ওঃ এই তাহলে সেই দারোগার উপর দারোগা। ঘরের লোকের হাতে মরণবান। তাই দারোগাবাবু এমন নখ-দাঁতহীন। ফাঁস হয়ে যাবার ভয়। অবিশ্যি ফাঁস হয়ে গেলেই যে ফাঁসির দড়ি গলায় উঠবে সে ভয় নেই। সামান্য মানুষ চৌকিদার, তারই ওঠে না, তা ওপরওয়ালাদের।... তবে ফ্যাসাদ তো আছে। ঘরের লোক ফাঁস করে দিল। কী লজ্জা কী লজ্জা!৭

সন্তানহারা পিতা তার ছেলের খবর নিতে ছুটে আসে। প্রতিদিন একরাশ আশা নিয়ে। থানায় এসে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আবেদন করে। দিনের শেষে একরাশ হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে আবার নতুন একটা দিনের অপেক্ষায়, সকালেই চলে আসে থানায়। সন্তানের ফেরার প্রত্যাশায় জীবিত ছিল যে পিতা দারোগার স্ত্রীর একটা কথাতেই সেই প্রত্যাশার সমাপ্তি ঘটল। বৃদ্ধ পিতা ছেলের বাড়ি ফেরার আশায় বেঁচে ছিলেন সে আশা আজ মিথ্যে হয়ে গেল। দারোগাবাবুর স্ত্রী বৃদ্ধকে বলেন –

> এ পৃথিবীতে কোনখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে না তাকে। বুঝতে পেরেছ?... আর এসো না।... এই ছোটদারোগাবাবু তাকে সে রাত্তিরেই- ঘটনাটা কী ঘটেছিল রঘু? তুমি তো ছিলে। শুধু রগের ওপর একটা থাপ্পড়, তাই না? তাতেই-৮

এমন নিষ্ঠুর হতে পারে কোন মানুষ তা এই স্ত্রী লোকটিকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে নারীর বিভিন্ন রূপের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। নারী চরিত্র নিয়ে এত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম সাহিত্যিক তাঁদের লেখায় দেখাতে পেরেছেন। ছোটদারোগার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে গণেশের মনে হতে থাকে-

> জীবনে অনেক হিংস্র মুখ দেখেছে গণেশ, কিন্তু এরকম কি দেখেছে কখনও?৯

নারী মনস্তত্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য লেখা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটগল্পে মনস্তত্ত্বকে আলাদা মাত্রা দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে কল্লোল পত্রিকা কে ঘিরে একদল গল্পকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসলেন। তাঁদের লেখায় যৌন মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের বিশ্লেষণ দেখা গেল। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি,জেলে, মাঝি, শ্রমিকদের নিয়ে তাঁরা গল্প লিখতে লাগলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মূলত রাঢ় বাংলার চিত্র ফুটে উঠেছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির অচেনা চরিত্রগুলি অন্তর্লোকের জগতকে আশ্চর্য কুশলতায় তুলে ধরেছেন 'অগ্রদানী', 'বেদেনী', 'তারিণীমাঝি', 'ডাইনি' গল্পগুলিতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মনস্তত্ত্বের অন্যতর ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়।'অতসী মামী', 'হলুদ পোড়া', 'ভেজাল', 'সরীসৃপ' 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পগুলি পড়লেই তা বোঝা যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের জটিলতা অন্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের জটিল অন্ধকার দিক গুলি সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন। শান্ত পারিবারিক গল্প বলার দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি ছিল। তাঁর মেঘমল্লার মৌরিফুল পুঁইমাচা গল্পপাঠে আমরা তা বুঝে নিতে পারি।মনস্তত্ত্বের জটিল বিষয়কে সকলের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস, বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে ততটা লক্ষ্য করা যায় না। মনস্তাত্ত্বিক জটিল বিশ্লেষণ বিশশতকের ছোটগল্পে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয় বিশ্লেষণ আশাপূর্ণা দেবীর গল্পেও দেখা যায়।

নারী চরিত্র ব্যাখ্যা করা দুরূহ একটি কাজ। এ গল্প থেকে আমরা তা বুঝে নিতে পারি। দারোগাবাবুর স্ত্রী বৃদ্ধকে তার সন্তানের মৃত্যু সংবাদ কেন দিলেন? এর কারণ ব্যাখ্যা করা নেই। তবে সন্তানহারা পিতার আর্তচিৎকার অনেক অজানা কথা বলে দেয়-

> ... দারোগাবাবু তো তারে মারেন নাই মা ঠাকরোন, সে তো আমার ছেলো। আমি যে আমার জল জেবন্ত ছেলেডারে বুকের মদ্যি ভরে রেখে দিন গুজরোছেলাম। আপনি আমার সেই আস্তো ছেলেডারে এককোপে খুন করে ফ্যালালে গো।১০

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের সমাপ্তিতে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ছোটগল্প অখণ্ড সংহত এক শিল্পসৃষ্টি হলেও সমাপ্তি পাঠকের মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। 'খুন' গল্পের সমাপ্তিতে সেই বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। সন্তানহারা পিতার একমাত্র ছেলেকে শুধু খুন করা হয়েছিল তা নয়, সেই পিতার বেঁচে থাকার অবলম্বন আশাকেও খুন করা হল। এ ঘটনা পুলিশের মনের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এই ঘটনার সঙ্গে গণেশ চৌকিদারের কোন সম্পর্ক না থাকলেও গল্পকার লেখেন-

> গণেশ চৌকিদারের কী সম্পর্ক এ ঘটনার সঙ্গে? সে কেন হঠাৎ নিজের চালাঘরের কোণে গিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে বসে?১১

এই কারণে আশাপূর্ণা দেবী অন্যান্য সাহিত্যিকদের থেকে আলাদা। অত্যাচারী নিষ্ঠুর পুলিশের মধ্যেও মায়া মমতা আছে, সেও যে পিতা। সেই বোধ থেকেই গণেশের এই ভাবান্তর । নারী মানেই কোমল স্বভাব মাতৃস্বরূপিণী তা নয়। দারোগাবাবুর স্ত্রীর চরিত্র নির্মাণ করে আশাপূর্ণা দেবী পাঠকের সামনে নারীর অন্য একটি রূপের তুলে ধরলেন।

'খুন' গল্পটি তাই একটি রাজনৈতিক মৃত্যুর ঘটনা না হয়ে, হয়ে উঠেছে মাতৃত্বের খুনের ঘটনা। সত্তর দশকের রাজনৈতিক ঘটনাকে অবলম্বন করে, একটি খুন চিরন্তন মাতৃত্বের চেনা কাহিনি থেকে এক ঝটকায় আমাদের বাস্তবের মাটিতে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। পরিচিত মাতৃত্বের চেনা ছকের বাইরে গিয়ে দারোগাবাবুর স্ত্রীর চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল হতেই সন্তানের খোঁজে পিতা থানায় চলে আসতেন, একবুক আশা নিয়ে, তার ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশায়। নিঃসন্তান ছোটদারোগাবাবুর স্ত্রী, পর্দার আড়াল থেকে সন্তানহারা পিতার আর্তনাদ শুনতে পেতেন। সন্তান না থাকার কী যন্ত্রণা তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন।ছোটদারোগাবাবুর একটি চড়ে যে ছেলেটির মৃত্যু হল তা নিজের চোখে দেখার পর থেকে, দারোগাবাবুর স্ত্রী স্থির থাকতে পারছিলেন না। তাই নিজের স্বামীর অপরাধের কথা সকলের সামনে উচ্চারণ করে তিনি ঐ সন্তাহারা পিতাকে একটু সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাকে মনে হতে পারে দারোগার স্ত্রী ঠিক কাজ করেননি। কারণ যে পিতা জীবিত ছিলেন তার সন্তানের ফিরে আসার প্রত্যাশা নিয়ে তার সেই আশাকে সে ভেঙে দিল। আসলে সে জানতো, মিথ্যা আশা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সত্যিকে মেনে নিয়ে জীবনে নতুন করে বাঁচার অবলম্বনে খোঁজার চেষ্টা করা উচিত। আজ হয়তো এই সত্যির জন্য তিনি কষ্ট পেলেন একদিন এই সত্যি মেনে নিয়ে নিজের জীবনকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পারবেন। মিথ্যে নিয়ে বাঁচার থেকে সত্যি কে স্বীকার করে নেওয়া ভালো।এই কারণে ছোটদারোগাবাবুর স্ত্রী বৃদ্ধকে তার সন্তানের মৃত্যুসংবাদ দিলেন। দারোগার স্ত্রীর এই নিষ্ঠুরতার পেছনে রয়েছে মাতৃত্ব। গণেশের মনে হয়েছিল এমন হিংস্র মুখ সে আগে দেখেনি। দারোগার স্ত্রীর এই হিংস্র রূপের কারণ কিন্তু দারোগার কৃতকর্ম। নিরাপরাধ ছেলেটিকে ধরে এনে এবং তার রগের উপর সজোরে চড় মারাকে মেনে নিতে পারেনি দারোগার স্ত্রী। পর্দার আড়াল থেকে সব দেখেছিলেন। বৃদ্ধলোকটি যখন তার ছেলেকে খুঁজতে থানায় এসে একই কথা বারে বারে বলত, দারোগাবাবু ঐ বৃদ্ধকে তেমন কিছু বলতে পারতেন না। থানার সব চৌকিদার বৃদ্ধের একই প্রশ্নে রেগে যেত ছোটদারোগা, কিন্তু চুপ করে থাকতেন। নিজের অন্যায় কৃতকর্মের জন্য ছোটদারোগার মধ্যে কোন অনুশোচনা হয় না। তাই প্রতিদিন ঐ বৃদ্ধকে নানা কৌশলে বকা দিয়ে জেলে ভরার ভয় দেখিয়ে, ঘরে পাঠিয়ে দিতেন।ছোটদারোগার ভালো মানুষের মুখোশকে সকলের সামনে খুলে দিতেই দারোগাবাবুর স্ত্রী কঠিন কাজটি করে ছিলেন। একজন সন্তানহারা পিতাকে তার ছেলের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে তিনি মূলত মুখোশধারী পুলিশের সমালোচনা করলেন। প্রচলিত মতে স্ত্রীর কাজ তার স্বামী সন্তানের কথা মতো কাজ করা, তাদের সম্মান রক্ষা করা। নারী প্রতি সমাজের এই মনোভাবকে বদলে দিলেন গল্পকার। নারীর মায়া-মমতা, তার মাতৃত্বের, তার

ত্যাগের গল্প তো যুগ যুগ ধরে সমাজ বলে আসছে। নারী আসলে নিজে কী চায় সে সম্পর্কে সমাজ উদাসীন থাকলেও আশাপূর্ণা দেবী থাকতে পারেননি। তাই নারীর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন কর্মপ্রসঙ্গ তার গল্পে দেখতে পাওয়া যায় । 'খুন' গল্পের মধ্যে মাতৃত্বের আলাদা রূপের সন্ধান মেলে।

**তথ্যসূত্র:**

১.আশাপূর্ণা দেবী : আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪০১, পৃ. ১৮

২.আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., পঞ্চম মুদ্রণ ১৪১৫,পৃ.৬৯৪

৩.পূর্বোক্ত পৃ.৬৯৪

৪.পূর্বোক্ত পৃ.৬৯৫

৫.পূর্বোক্ত পৃ.৬৯৫

৬.পূর্বোক্ত পৃ.৬৯৬

৭.পূর্বোক্ত পৃ.৬৯৯-৭০০

৮.পূর্বোক্ত পৃ.৬৯৯

৯.পূর্বোক্ত পৃ.৬৯৯

১০.পূর্বোক্ত পৃ.৭০০

১১.পূর্বোক্ত পৃ.৭০০

**সহায়ক গ্রন্থঃ**

১। বাছাই গল্প আশাপূর্ণা দেবী, মণ্ডল বুক হাউস,পঞ্চদশ মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১৭

২। আশাপূর্ণা দেবীর রচনা সম্ভার প্রথম খণ্ড, জি ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং,প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬

৩। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়,'কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোট গল্পের একশ বছর'(১৮৯১-১৯৯০) দে'জ পাবলিশিং সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

৪। আশাপূর্ণা দেবী:আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা মাঘ ১৪০১

৫। আশাপূর্ণা দেবী,অগ্রজের চোখে অনুজ,কণা বসু মিশ্র (সাক্ষাৎকার),কলেজস্ট্রিট ১৩৮৯